প্রাণঘাতী তাপ

উপসাগরীয় অঞ্চলে অভিবাসী কর্মীদের উপর চরম তাপমাত্রা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

ভাইটাল সাইনস্ তৃতীয় প্রতিবেদন

সারসংক্ষেপ

ভাইটাল সাইনস্ পার্টনারশিপ মানবাধিকার সংস্থাগুলোর একটি জোট যা উপসাগরীয় দেশগুলোতে অভিবাসী কর্মীদের মৃত্যু নিয়ে গবেষণা এবং তাদের স্বাস্থ্যের উন্নত সুরক্ষা প্রচারে কাজ করছে। এই প্রতিবেদনটি ভাইটাল সাইনস্-এর তৃতীয় প্রতিবেদন। প্রথম প্রতিবেদনটি উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (GCC) ছয়টি দেশের স্বল্প বেতনের অভিবাসী কর্মীদের মৃত্যুর সংখ্যা নির্ধারণ এবং কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে এবং GCC-তে মৃত্যুর তদন্তে গুরুতর পদ্ধতিগত সমস্যা চিহ্নিত করেছে। দ্বিতীয়টি এইসব অঞ্চলে অ-জরুরি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে কর্মীরা যে বাঁধা পায় সেগুলো বর্ণনা করেছে এবং অভিবাসী কর্মীদের অব্যক্ত মৃত্যুর নজিরবিহীন উচ্চ হারের কারণ চিহ্নিত করেছে।

আমরা এই গবেষণায় দেখিয়েছি কিভাবে চরম তাপমাত্রা ও উপসাগরীয় দেশগুলোর অগ্রহণযোগ্য শ্রম পরিবেশ একত্রিত হয়ে অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্যে বিধ্বংসী পরিণতি ঘটায়। আমরা দেখতে পেয়েছি, চরম তাপ ও সূর্যালোকে দীর্ঘসময় কাজ করা দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, যার জন্য আজীবন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তীব্র স্বাস্থ্য ঝুঁকি, বিভিন্ন রোগ এবং অন্যান্য নেতিবাচক স্বাস্থ্যের কারণ হিসেবে তাপের সম্ভাব্য ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এই সমস্যাগুলো কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সে সম্পর্কে ভালভাবে বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সাধারনভাবে অনুপস্থিত। বলা যায় কোনও তথ্যই নেই। অভিবাসী কর্মীদের উপর তাপের প্রভাব নিয়ে কোনো তথ্য এবং তাদের মৃত্যুর জন্য প্রাণঘাতী কারণ হিসেবে তাপ- এমন কোনো নথিভূক্ত তথ্য বা রেকর্ড নেই বললেই চলে।

যারা উপসাগরীয় দেশগুলো পরিদর্শন করেছেন তারা জানেন সেখানে কতটা গরম। তবে অভিবাসীকর্মীরা, যারা প্রতিদিন এই উত্তাপের সম্মুখীন হন, কঠোর পরিশ্রম করেন, তাদের জন্য এটি শাস্তিমূলক এবং ভীষণ মারাত্মক। উপসাগরীয় অঞ্চলে কর্মরত শ্রমিকরা ভাইটাল সাইনস্ গবেষকদের কাছে গ্রাফিক পরিভাষায় তাপের শারীরিক প্রভাব বর্ণনা করেছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতে নির্মাণ প্রকল্পে কাজ করা এক ব্যক্তি বলেছিলেন যে, তাপ এতটাই তীব্র ছিল, তার বুট থেকে ঘাম বেরিয়ে যেত। সৌদি আরবে ভূগর্ভস্থ কেবল স্থাপনে কর্মরত একজন ইলেক্ট্রিশিয়ানের জন্য তাপের তীব্রতা তার জীবনের জন্য হুমকির মতো অনুভূত হয়েছিল: “আমাদের বাস কর্মস্থলে নামানোর দশ মিনিট পরে, আমার মনে হতো যে শরীর থেকে আমার প্রাণ বেরিয়ে আসছে।” তিনি বলেছিলেন, তার সহকর্মীরা গরমের ফলে নিয়মিত অজ্ঞান হয়ে যেতেন। যদিও তাকে তার চাকরিতে ভাল কর্মী বলে মনে করা হতো এবং তিনি পদোন্নতি পেতে যাচ্ছিলেন। তারপরেও তিনি ভারতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কারণ উপসাগরীয় পরিস্থিতি অসহনীয় ছিল। সৌদি আরবে একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে সিমেন্টের ব্যাগসহ জিনিসপত্র আনলোড করা আরেকজন কর্মীর মতে, উপসাগরীয় অঞ্চলটিকে ভারতের চেয়ে "তিনগুণ বেশি গরম" বলে মনে হয়েছিল তার।

শরীরে প্রচণ্ড গরমের প্রভাব

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র মতে, অত্যধিক তাপ ও সূর্যালোকের সংস্পর্শ সব মানুষের জন্য বিরাট শারীরবৃত্তীয় প্রভাব ফেলে এবং প্রায়শই বিদ্যমান স্বাস্থ্যের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে অকাল মৃত্যু এবং অক্ষমতা হয়। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি শরীরে ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টি করে এবং শ্বাসযন্ত্র ও কার্ডিওভাসকুলার রোগ, ডায়াবেটিস এবং কিডনি রোগের প্রভাবকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। গড় তাপমাত্রার চেয়ে বেশি গরমের সংস্পর্শে আসার কারণে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কমে যায়। যে পরিস্থিতিকে WHO “রোগের প্রবাহ”, তাপ ক্র্যাম্প, তাপ ক্লান্তি, হাইপারথার্মিয়া এবং হিট স্ট্রোক হিসেবে বর্ণনা করে। এমনকি মৌসুমী গড় তাপমাত্রার সামান্য পার্থক্যও অসুস্থতা এবং মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত। তাপ একই সাথে বোধশক্তিকেও প্রভাবিত করে। এপিডেমিওলজিস্ট ডক্টর বারাক আলাহমাদ মন্তব্য করেছেন যে, “প্রচণ্ড তাপের সংস্পর্শে আসার সময় বিবেচনাবোধ বিঘ্নিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়”, বিশেষ করে নির্মাণের মতো উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ খাতে পেশা ও স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বেড়ে যায়।

তাপ অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। বিশেষভাবে, সংবেদনশীল অঙ্গ যেমন- হৃদপিণ্ড এবং কিডনি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। চরম তাপের সাথে হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক, অ্যারিথমিয়া এবং স্ট্রোকের মধ্যে খুব শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। টানা পাঁচ দিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে থাকায় কাতারে নেপালিদের মধ্যে এই ধরণের মৃত্যু ২০% এর বেশি হয়েছে; টানা ১১ দিনের জন্য, এই সংখ্যা ১৫০% ছাড়িয়ে গেছে।

গ্লোবাল হিট হেলথ্ ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক উল্লেখ করেছে যে, কর্মক্ষেত্রে কম তাপ আছে এমন কর্ম পরিবেশের কর্মীদের তুলনায় যথেষ্ট উচ্চ তাপমাত্রা আছে এমন কর্ম পরিবেশে শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত কর্মীদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বেশি ঝুঁকিতে থাকে। বিশেষ করে নির্মাণ শ্রমিকরা উচ্চ তাপমাত্রা সংক্রান্ত ঝুঁকিতে থাকে। কারণ শ্রমের প্রকৃতি, তাপীয় বিকিরণ এবং সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম যা বাষ্পীভবনের মাধ্যমে ঘাম ও তাপ হ্রাসের কার্যকারিতা হ্রাস করে। আশ্চর্যজনকভাবে, কুয়েতের একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কর্মক্ষেত্রে আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি; গ্রীষ্মের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির জন্য ঝুঁকি গড়ে ৩৫% বৃদ্ধি পায়।

এলস্পেথ ওপারম্যান, টড কেজেলস্ট্রম এবং জেসন কাই ওয়েই লিসহ বিখ্যাত জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ২০২১ সালে হওয়া একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণায় দেখা গেছে, তাপ তরঙ্গের সময় হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধির মতো দীর্ঘস্থায়ী তাপের এক্সপোজার স্বাস্থ্যের জন্য ঠিক ততটাই সংকটপূর্ণ। ক্রমাগত গরম অবস্থার দীর্ঘস্থায়ী এক্সপোজারকে তাই ‘ধীরগতি প্রারম্ভের পরিণাম’ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। উন্মুক্তভাবে কাজ করা শ্রমিকরা ‘কয়লা খনিতে ক্যানারি’ হয়। তারা এই তাপের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো শীঘ্রই অনুভব করতে পারে।

দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ

কিডনি ইনজুরি এবং ক্রনিক কিডনি রোগ (CKD)-এর বিকাশ নিয়ে বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ বাড়ছে- যারা একটা বড় সময় ধরে গরমে কায়িক শ্রম করেন, তাদের কিডনি কার্যকারিতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে। প্রফেসর বিবেকানন্দ ঝাঁ, দ্য জর্জ ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল হেলথ, ইন্ডিয়ার নির্বাহী পরিচালক এবং ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের গ্লোবাল কিডনি হেলথের চেয়ার ভাইটাল সাইনস্ পার্টনারশিপকে বলেছেন, ক্রনিক কিডনি রোগ (অপ্রথাগত উৎপত্তির ক্রনিক কিডনি রোগ) এবং প্রচন্ড গরমে অবমাননাকর কাজের মধ্যে স্পষ্ট সংযোগ রয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নেফ্রোলজিস্ট ডা. মো. দিলদার হোসেন বাদল ভাইটাল সাইনস্ পার্টনার সদস্য রামরুকে বলেছেন, তাদের কর্মজীবনে উপসাগরীয় দেশগুলোতে কর্মরত কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত অনেক রোগী পেয়েছেন এবং এর জন্য তিনি দায়ী করেছেন উপসাগরীয় অঞ্চলে উত্তাপের সংস্পর্শে আসা ও পর্যাপ্ত পানি পান না করা। যে পরিমাণ পানি ঘাম হিসাবে বেরিয়ে যায় তার ক্ষতিপূরণ হয় না এই কম পানিতে[1]।

ক্রিস্টোফার চ্যাপম্যান এবং হেইডেন হেসসহ বিশেষজ্ঞদের একটি সাম্প্রতিক পর্যালোচনা পরামর্শ দিয়েছে যে, ক্রনিক কিডনি রোগ (CKD) অথবা তীব্র কিডনি জখম ১৫% ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে, যারা প্রায়শই গরম পরিবেশে কাজ করে। এবং সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যাখ্যা করে যে, নিয়মিত তাপ বা সূর্যালোকে কাজ করা কিডনি জখম এবং কিডনি রোগের প্রাদুর্ভাবের সাথে সম্পর্কিত। মধ্য আমেরিকায়, কায়িক শ্রমজীবীদের মধ্যে ক্রনিক কিডনি রোগ (CKDnt)-এর একটি মহামারী দেখা দিয়েছে যা ত্রিশ হাজারের বেশি আখক্ষেতের কৃষি শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এই রোগটি নির্মাণ শিল্প, ইট তৈরি, খনির কাজ এবং জেলেসহ অ-কৃষি খাতের লোকদেরও আক্রান্ত করছে। ক্রনিক কিডনি রোগ (CKDnt)-এর হটস্পটগুলো ভারত ও শ্রীলঙ্কায়ও আবির্ভূত হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও শঙ্কা বাড়াচ্ছে, চ্যাপম্যান এবং হেস বিষয়টি লক্ষ্য করেন।

উপসাগরীয় অঞ্চলের দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের দূর্বল প্রভাবের ভুক্তভোগী দু'জন কর্মী ভাইটাল সাইনস্ পার্টনারশিপের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা বিশদভাবে শেয়ার করেছেন। ৪০ বছর বয়সী নেপালের একজন অভিবাসী কর্মী সুজন থামি কাতারে প্লাম্বার হিসাবে কাজ করতেন, যা সপ্তাহে ছয়দিন এবং তিনি “অতি তাপ”-র বর্ণনা করেছিলেন। প্রায়শই ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত কাজ করতে হতো, যা তাকে “অত্যন্ত ক্লান্ত” রাখতো। তার বাসস্থান একটি “পরিত্যক্ত বাড়ি”-র ন্যায়, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এবং তার কর্মস্থলে ১০০ জন কর্মী একটি জায়গা থেকে পানি সংগ্রহ করে। কাতারে মাত্র নয়মাস থাকার পর সুজন লক্ষ্য করলেন যে, তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে, মাথাব্যথা এবং বমি হচ্ছে। মেডিকেল পরীক্ষায় জানা যায়, তার কিডনি পুরোপুরি কাজ করছে না এবং অবিলম্বে ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন। প্রায় চার বছর আগে নেপালে ফিরে আসার পর থেকে তিনি তার বোনের সাথে কাঠমান্ডুতে জাতীয় কিডনি কেন্দ্রের কাছে থাকেন ত্রি-সাপ্তাহিক ডায়ালাইসিসের জন্য। খরচের কারণে কিডনি প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনা কম। “আমি জানি না, আর কতদিন বাঁচব”, সুজন বলেন। “আমি যে কোনো সময় মারা যেতে পারি।”

গণেশ নামে আরেকজন নেপালি কর্মী, ২০১৮ সালে লাইফগার্ড হিসেবে কাজ করার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) গিয়েছিলেন এবং অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের আউটডোর রুফটপ সুইমিং পুলে ১২ ঘন্টা শিফটে কাজ করতেন। “মেঝে এতো গরম ছিল যে আমি খালি পায়ে এটি স্পর্শ করতে পারতাম না”, তিনি বলেন। “এটা আমার ত্বক পুড়িয়ে ফেলতে পারতো, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, এটি কতটা গরম ছিল”, তিনি যোগ করেন। তিনি বিরতি নেওয়ার ফলে অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা এবং তার নিয়োগকর্তার কাছ থেকে অভিযোগ উঠেছে। তিনি প্রায়শই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো বোধ করতেন, তাপে ফোস্কা পড়ে যেতো এবং এতো বেশি ঘামতেন যে তার জামাকাপড় সম্পূর্ণ ভিজে যেত। তবে তার প্রাপ্ত পানীয় জলের পরিমাণ ছিল সীমিত- দিনে মাত্র একটি বোতল এবং খাওয়ার জন্য সময় দেওয়া হতো না। দীর্ঘ গরমের দিনগুলোতে ভুগে গণেশ রাতে ঘুমানোর সময়ও কষ্ট করতেন। নেপালে ফিরে আসার প্রায় এক বছর পর তিনি পায়ে ব্যথা, পেট ফোলা, বমি-বমি অনুভব করেন এবং শ্বাস নিতে কষ্ট শুরু হয়। চিকিত্সকরা কিডনি বিকল হয়েছে

[1] Comments at Policy Maker Engagement Event on Labour Migrants' Access to Healthcare in the Gulf States in Dhaka, Bangladesh, organised by Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), 7 June 2023.

কিনা তা নির্ণয় করেছিলেন এবং তিনি সন্দেহ করেন যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে তার জীবনযাপন এবং কাজের অবস্থার কারণেই এটি হয়। জীবন বাঁচানোর জন্য কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য তার কাছে পর্যাপ্ত অর্থ নেই। তিনি বলেন, "আমার কাছে এখন এক টাকাও নেই। আমার বাবা ইতিমধ্যে মারা গেছেন, আমার পরিবারের খেয়াল আমাকেই রাখতে হয়। কিন্তু আমি এমন হয়ে গেলাম। আমি এখন কি করতে পারি?" গণেশের ১১ বছরের একটি মেয়ে রয়েছে।

উপসাগরীয় অঞ্চলে তাপের ঝুঁকি

অভিবাসীকর্মীদের জন্য, উপসাগরীয় জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো বছরের বর্ধিত সময়ে বিপজ্জনক স্তরের তাপের সংস্পর্শে আসা। ইউএস সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (CDC), এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ (NIOSH) সুপারিশ করে যে, তাপমাত্রার পরিবর্তে পরিবেশগত তাপের এক্সপোজারকে তথাকথিত ওয়েট বাল্ব গ্লোব টেম্পারেচার (WBGT) মান হিসাবে প্রকাশ করা উচিত। ওয়েট বাল্ব গ্লোব টেম্পারেচার (WBGT) হলো একটি যৌগিক পরিমাপ যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য পরিবেশগত তাপের ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে বায়ুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাসের গতি এবং সূর্যালোক (বা বিকিরণকারী তাপ) অন্তর্ভূক্ত করে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ (NIOSH) দেখতে পায় যে, ওয়েট বাল্ব গ্লোব টেম্পারেচার (WBGT) ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছালে মাঝারি-কঠোর পরিশ্রম করা শ্রমিকদের তাপ-সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি শুরু হয়। কম অভিযোজন সম্পন্ন কর্মীদের জন্য সীমা আরও কম। উপসাগরীয় অঞ্চলে ওয়েট বাল্ব গ্লোব টেম্পারেচার (WBGT) নির্ধারিত তাপমাত্রা নিয়মিতভাবে এই মাত্রা অতিক্রম করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১০ সাল থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই থেকে পাওয়া WBGT ডেটা দেখায় যে, শ্রমিকরা মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন এবং জুন, জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে ঝুঁকির শীর্ষে রয়েছেন।

ভাইটাল সাইনস্ পার্টনারশিপ হার্ভার্ড T.H-এর পরিবেশগত স্বাস্থ্য বিভাগের এক্সপোজার, এপিডেমিওলজি অ্যান্ড রিস্ক (EER) প্রোগ্রামের একজন রিসার্চ ফেলো বারাক আলাহমাদ, চ্যান স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ডমিনিক রে, মাদ্রিদের ক্লাইমেট রিসার্চ ফাউন্ডেশন (FIC)-এর ডেটা সায়েন্সের প্রধান উপসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ু তথ্য বিশ্লেষণ করতে এবং তাপ থেকে শ্রমিকদের উপর বর্তমান এবং প্রত্যাশিত ঝুঁকি উভয় ক্ষেত্রেই তথ্য কী দেখায় তার ব্যাখ্যার অনুমোদন দিয়েছেন। তাদের বিশ্লেষণের মধ্যে নাসা NASA (NEX-GDDP-CMIP6) থেকে ডাউনস্কেল করা সর্বশেষ অত্যাধুনিক জলবায়ু পরিবর্তন প্রজেকশন মডেলগুলো অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। যা থেকে পাওয়া গেছে:

- উপসাগরীয় অঞ্চল দীর্ঘ সময় ধরে অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে। বেশিরভাগ অংশে বছরে ১০০ থেকে ১৫০ দিনের জন্য সর্বোচ্চ দৈনিক তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায়। অপরদিকে, নয়াদিল্লিতে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায় বছরে ২৪ দিন। চরম তাপমাত্রার "তাপপ্রবাহ" উপসাগরীয় অঞ্চলে বিরল ঘটনা নয়, তবে প্রতি বছরের তিন থেকে পাঁচ মাস হয়ে থাকে।
- উপসাগরীয় দেশগুলোতে বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রিতে থাকলেও চরম উষ্ণ দিনের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা ৩ ডিগ্রিতে পৌঁছলে সম্ভাব্য বিপর্যয়কর অবস্থা হতে পারে। সর্বশেষ মডেলগুলোর ব্যাখ্যা অনুযায়ী আবুধাবি এই বছরের COP28 জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজক হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে দিনগুলোতে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যায় সেগুলোর সংখ্যা শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ ৫১% বৃদ্ধি পাবে যদি বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি বৃদ্ধি পায় এবং ৯৮% হবে শতাব্দীর শেষের দিকে যদি বৈশ্বিক তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি বৃদ্ধি পায়। ৩ ডিগ্রি বৃদ্ধির ফলে কুয়েত, বাহরাইন এবং সৌদি আরবের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১৮০ দিনের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যাবে।
- উপসাগরীয় দেশগুলোতে দিনগুলো অত্যন্ত গরম থাকে বিপজ্জনকহারে রাতের তাপমাত্রাও গরম থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২২ সালের জুনে তাপমাত্রা ২৮ দিনের মধ্যে মাত্র এগারো বার ৩০ ডিগ্রির নিচে নেমে গিয়েছিল এবং ২৯০ রাতের মধ্যে ২৭৮ বার (সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয়ের মধ্যে) তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রির উপরে ছিল।

বারাক আলাহমাদ বলেছেন যে, তিনি উপসাগরীয় অঞ্চলের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১৮০ দিন তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় "ভয়ঙ্কর এবং গভীরভাবে উদ্বিগ্ন" ছিলেন। আলাহমাদ বলেছিলেন যে এমনকি ১.৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধি এই অঞ্চলে তাপ-সম্পর্কিত মৃত্যুকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে এবং এর পরিণতি ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব। তিনি বলেন, "আমরা বুঝতে শুরু করেছি এই অবস্থাগুলো মানব সমাজকে গুরুতরভাবে ব্যাহত করতে পারে।" রাতের তাপ সম্পর্কে ডমিনিক রে ভাইটাল সাইনস্ পার্টনারশিপকে বলেছেন, "গরম রাতে সামান্য ও অপর্যাপ্ত ঘুমের সম্ভাবনা দীর্ঘস্থায়ী রোগ এবং দূর্ঘটনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।"

উপসাগরীয় দেশগুলোতে উষ্ণতাপ অভিবাসী কর্মীদের মৃত্যুর জন্য একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে ইঙ্গিত করার প্রমাণ ইতিমধ্যে রয়েছে। কুয়েতে অভিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে অ-কুয়েতি ব্যক্তিদের গরম তাপমাত্রার কারণে মৃত্যুর আপেক্ষিক ঝুঁকি বেশি, কাজের মধ্যে অ-কুয়েতি পুরুষদের চরম গরমের দিনে মৃত্যুর ঝুঁকি দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ বেশি[2]। মেডিকেল জার্নাল কার্ডিওলজিতে ২০১৯-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষা কাতারে নেপালি অভিবাসী কর্মীদের মধ্যে উষ্ণতাপ সংক্রান্ত অসুস্থতা এবং কার্ডিয়াক মৃত্যুহারের সাথে মাসিক গড় তাপমাত্রার (WBGT) মধ্যে একটি শক্তিশালী সংযোগ খুঁজে পেয়েছে।

তাপমাত্রা থেকে সুরক্ষার অভাব

ছয়টি উপসাগরীয় সহায়তা পরিষদের (GCC) দেশগুলোর কোনোটিরই এমন আইন নেই যা অত্যন্ত কঠোর জলবায়ুতে কর্মীদের জন্য তৈরি হওয়া ঝুঁকিকে প্রশমিত করে। প্রতিটি দেশ গ্রীষ্মকালীন কাজের সময় একটি নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে, যা গ্রীষ্মকালে দিনের নির্দিষ্ট সময়ে আরোপ করা হয়। বছরের বাকী সময়গুলোতে ধারাবাহিক কর্মঘন্টার জন্য বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। সুসংহত সুরক্ষা নীতির অভাব থাকায় সুরক্ষার বিদ্যমান নিয়মগুলোকে স্বেচ্ছাচারী এবং অ-বৈজ্ঞানিক মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) প্রতি বছর ২৩২.৫ ঘন্টা কাজ নিষিদ্ধ করে, যা প্রায় কুয়েতের অর্ধেক এবং কাতারে নিষিদ্ধ ঘন্টার ৪০%।

দেশ	নিষেধাজ্ঞার তারিখ	নিষেধাজ্ঞার ঘন্টা	প্রতি বছর বাধ্যতামূলক কাজ বন্ধ
বাহরাইন	১ জুলাই- ৩১ আগস্ট	12pm - 4pm	২৪৮ ঘন্টা
কুয়েত	১ জুন- ৩১ আগস্ট	11am - 4pm	৪৬০ ঘন্টা
ওমান	১ জুন- ৩১ আগস্ট	12.30pm- 3.30pm	৩৬৮ ঘন্টা
কাতার	১ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	10am - 3.30pm	৫৮৮.৫ ঘন্টা
সৌদি আরব	১ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	12pm - 3pm	২৭৯ ঘন্টা
সংযুক্ত আরব আমিরাত	১ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	12.30pm - 3pm	২৩২.৫ ঘন্টা

২০২১ সালের মে মাসে, কাতার গ্রীষ্মকালীন কাজের সময়কে বছরে ৫৮৮.৫ ঘন্টা করার উপর নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়ে একটি মন্ত্রী পর্যায়ের সিদ্ধান্ত পাস করে এবং কাতারের কঠোর জলবায়ু থেকে কর্মীদের ঝুঁকি কমানোর জন্য নিয়োগকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, যার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাপ বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে কাজের সময়সূচী পরিবর্তন করার যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা উচিত তা ব্যাখ্যা

[2] Barrak Alahmad, Ahmed F. Shakarchi, Haitham Khraishah et al., 'Extreme temperatures and mortality in Kuwait: Who is vulnerable?' Science of The Total Environment, vol. 732 (25 August 2020)

করা হয়। এই ব্যবস্থাগুলো কাতারের পূর্ববর্তী আইনি কাঠামোর তুলনায় জলবায়ু ঝুঁকি থেকে কর্মীদের আরও বেশি সুরক্ষা প্রদান করে। কাতারের এই সর্বজনীন কাজের নিষেধাজ্ঞার সময়সীমা বৃদ্ধি GCC-এর অন্যান্য দেশগুলোর সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলোর চেয়ে ভাল। যাইহোক, ভাইটাল সাইনস্ পার্টনারশিপের সাথে কথা বলা বিশেষজ্ঞদের মতে, আইনটি কেবল যা প্রয়োজন সেটাই তুলে ধরে, তবে মৌলিকভাবে শ্রমিকদের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করার জন্য শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়।

প্রফেসর ডেভিড ওয়েগম্যান, নির্মাণ শিল্পের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিশেষজ্ঞ, কাতারের এই আইনটিকে "একটি উন্নত আইন কিন্তু যেটা সমস্ত ধরণের তাপীয় সংস্পর্শে থাকা শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়তার তুলনায় অনেক কম" বলে বর্ণনা করেছেন। ওয়েগম্যান কাজ এবং বিশ্রামের সময়কালের ভারসাম্য এবং কর্মীদের বাসস্থানে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন: "তাপের পরে অপর্যাপ্ত শীতলতা ও তা থেকে পুনরুদ্ধার এবং এমনকি ছোটখাটো সংক্রমণের সাথে মিলিত তাপ সংক্রান্ত অসুস্থতা, কাজ করার ঝুঁকিগুলোকে আরও জটিল করে তুলতে পারে", তিনি মন্তব্য করেছেন।

অধ্যাপক নাতাশা ইস্কান্দার কাতারের আইনে সম্ভাব্য অকার্যকারিতা সম্পর্কে জানান যে, এই আইন দেশটির নির্মাণ খাতের শ্রমিকদের তাপমাত্রা মোকাবেলায় নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণকে উৎসাহিত করে। তিনি বলেন, কাতারের বিরাজমান কর্ম পরিবেশের প্রেক্ষিতে নির্মাণ শ্রমিকদের নিজেদের উদ্যোগে তাপ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা একেবারেই অবান্তর। বড় বিষয় হলো আইনটি মূলত কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষা করে। সেক্ষেত্রে তিনি বলেন, "একজন শ্রমিক যদি বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তাপের কারণে অসুস্থ হন তাহলে সঠিকভাবে নিজে উদ্যোগ না নেওয়ার দায়ে আইনী এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তিনি নিজেই দায়ী থাকবেন"।

হার্ভার্ড এবং কুয়েত ইনস্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক রিসার্চ-এর অন্যান্য গবেষকদের সাথে বারাক আলাহমাদ দেখিয়েছেন যে, কুয়েতে গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নের নিষেধাজ্ঞার ফলে কর্মক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ কমেনি[3]। আলাহমাদ একটি পরিমাপযোগ্য, ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতির পক্ষে যুক্তি দেন, যা কর্মীদের সুরক্ষার জন্য দিনের সকল সময়ে সমানভাবে বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে অনুসরণ করা যেতে পারে। এটি পেশাগত স্বাস্থ্যের একটি দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি, যেমন বেনজিনের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ যা কারখানার সেটিংসে পাওয়া কার্সিনোজেনিক গ্যাস। আলাহমাদ উল্লেখ করেছেন যে এই পদ্ধতিটি ২০২১ সালে কাতারি তাপ আইনসহ উপসাগরীয় দেশগুলোর বিধিগুলো থেকে মৌলিকভাবে পৃথক: "আপনি বলতে পারেন না যে জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত শ্রমিকদের বেনজিনের সংস্পর্শ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে এর নির্গমন সীমিত করার জন্য একটি পরিমাপ আছে। কেন তাপের জন্য আমাদের একই জিনিস নেই?"

তাপের কারণে মৃত্যু বা অসুস্থতার কোনো তথ্য নেই

প্রায়শই অবমাননাকর পরিস্থিতিতে বেশি পরিশ্রমের কাজ এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের চরম উত্তাপের বিপজ্জনক ঝুঁকি সত্ত্বেও অভিবাসী কর্মীদের উপর তাপের প্রভাব সম্পর্কে প্রায় কোনও তথ্য নেই এবং অভিবাসী কর্মীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যেরও কোনও নিবন্ধন নেই। এই দেশগুলোতে তাপ সংক্রান্ত কারণে প্রাণহানি বা কোনও মৃত্যুর ক্ষেত্রে কারণ হিসাবে তাপকে দায়ী করা হয়নি। তাপজনিত মৃত্যুর কোনো তথ্যের অভাব উপসাগরীয় দেশে অভিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর তদন্ত ও সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে বিড়াট ব্যর্থতার প্রতিফলন ঘটায়। প্রথম ভাইটাল সাইনস্ রিপোর্টে দেখা গেছে যে, উপসাগরীয় অঞ্চলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বার্ষিক প্রায় দশ হাজার অভিবাসী কর্মীর মৃত্যুর মধ্যে প্রতি দু'জনের মধ্যে একজনের বেশি মৃত্যু কোনো অন্তর্নিহিত কারণ কার্যকরভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, এবং কোনো আনুষ্ঠানিক শর্তাবলীর উল্লেখ ছাড়াই তা নিবন্ধিত। যেমন "প্রাকৃতিক কারণ" বা "কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট" হিসেবে মৃত্যু সনদ দেওয়া। অব্যক্ত মৃত্যুর উচ্চহারও উপসাগরে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে অভিবাসী শ্রমিকরা যে পদ্ধতিগত বাঁধার সম্মুখীন হন, তার একটি কারণ। যেমনটি পূর্বে ভাইটাল সাইনস্ পার্টনারশিপ তার দ্বিতীয় প্রতিবেদনে নথিভূক্ত করেছে।

[3] Barrak Alahmad, Ali Al-Hemoud et al.,"Extreme heat and work injuries in Kuwait's hot summers", Occupational and Environmental Medicine, vol. 80, no. 6

আমাদের গবেষণা চলাকালে একজন নেপালি ডাক্তার উল্লেখ করেছেন যে, যদি একজন রোগীর চিকিৎসার ইতিহাস পাওয়া না যায় এবং ডাক্তাররা মৃত্যুর আগে রোগীর লক্ষণগুলো দেখতে না পান, "তাদের মৃত্যুর সম্পর্কে কিছু সূত্র থাকে... যদি না ময়নাতদন্ত করা হয়" এটি উপসাগরীয় দেশগুলোর একটি সমস্যা, যেখানে গতানুগতিক ময়নাতদন্ত একটি সংবেদনশীল বিষয় এবং খুব কমই করা হয়। ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালের অধ্যাপক ডা. হারুন-উর-রশিদ বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান রামরুকে বলেন, বাংলাদেশী স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ যে মৃতদেহগুলো কোনো মৃত্যু সনদ ছাড়া ফিরে এসেছে সেগুলোর ময়নাতদন্ত করতে পারে, তবে বর্তমানে কোন উৎস দেশ অবশ্যই তা করে না[4]।

প্রথম ভাইটাল সাইনস্ রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে যে, উপসাগরীয় দেশগুলো যেনো পরিদর্শক এবং চিকিৎসা পরীক্ষকদের বিশেষ দল গঠন করে, যে সমস্ত অভিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যু তদন্ত করা হয় এবং আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম অনুশীলন অনুসারে প্রত্যয়িত হয় তা নিশ্চিত করতে। কিন্তু এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

অনেকগুলো গবেষণার আলোকে কোনও দরকারি তথ্যের অনুপস্থিতি আরও উদ্বেগজনক যা বিশ্বের অন্যান্য অংশে অত্যন্ত উষ্চ তাপমাত্রা এবং বর্ধিত মৃত্যুর হারের মধ্যে একটি কার্যকারণ যোগসূত্র স্থাপন করেছে। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার তথ্য অনুসারে, ২০২২ সালের ইউরোপীয় তাপপ্রবাহে ১৫,৭০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০২১ সালে প্রকাশিত পাঁচটি মহাদেশের ৪৩টি দেশের বেসলাইন মৃত্যুতথ্যের একটি ল্যানসেট গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০০০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সমস্ত বৈশ্বিক অঞ্চলে গরম তাপমাত্রার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব উষ্ণায়ন এই মৃত্যুর সংখ্যাকে ভবিষ্যতে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

উপসাগরীয় দেশগুলোতে আনুমানিক ৩০ মিলিয়ন অভিবাসী রয়েছে, যা এই অঞ্চলের মোট ৫৮ মিলিয়ন জনসংখ্যার ৫২%। এই দেশগুলোর অর্থনীতি অভিবাসীদের শ্রমের উপর নির্ভরশীল। নাতাশা ইস্কান্দার মন্তব্য করেছেন, "এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে অভিবাসী শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল" এবং তাদের শ্রম ছাড়া "উপসাগরীয় দেশগুলোর ভূ-রাজনৈতিক শক্তি বিদ্যমান থাকতে পারতো না, তাদের সম্পদের ভিত্তি, উৎপাদন, নগরায়ন- এসবের কিছুই থাকতো না।" তাই উপসাগরীয় দেশের ক্রমবর্ধমান খারাপ জলবায়ু থেকে তাদের রক্ষা করা এখন রাজনৈতিক অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

এ বছর উপসাগরীয় একটি দেশ গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ ২৮-এর আয়োজন করবে, যেখানে সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ২০২৩ সালের মে মাসে, সংযুক্ত আরব আমিরাত ঘোষণা করেছিল যে, প্রথমবারের মতো আলোচনার একটি দিন বিশেষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনে স্বাস্থ্যের প্রভাবগুলোর জন্য উত্সর্গীকৃত হবে। কপ সভাপতি ঘোষণা করেছিলেন যে, "দক্ষিণের ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে কম দায়ী"। ঝুঁকিপূর্ণ এই দেশগুলোতে স্বাস্থ্যখাতে প্রভাবের উপর মূল নজর রাখতে হবে এবং এটি কপ ২৮-এর আলোচনায় অপরিহার্য যে, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং উপসাগরীয় অঞ্চলসহ এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে চিহ্নিত করা, যারা চরম এবং ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার নৃশংস প্রভাবের মুখোমুখি হয়েছে।

উষ্চ তাপের সংস্পর্শ থেকে কর্মীদের রক্ষা করার জন্য উন্নত পদক্ষেপের প্রয়োজন এবং এতে কর্মীদের পর্যাপ্ত বাসস্থান, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবাপ্রাপ্তি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। উপসাগরীয় অঞ্চলে বর্তমান তাপ সুরক্ষা ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। কিন্তু উপসাগরীয় দেশগুলোর কাছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো এবং অন্যদের অনুসরণীয় হওয়ার জন্য একটি উষ্চ মান নির্ধারণে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাদের করণীয়:

● কর্মীদের জন্য তাপের সংস্পর্শ সীমিত করার জন্য ক্যালেন্ডার-ভিত্তিক পদ্ধতির পরিবর্তে একটি ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা। তাপ সংক্রান্ত পেশাগত ঝুঁকি থাকায় নিয়োগকর্তাদের উচিত কর্মীদের

[4] Comments at Policy Maker Engagement Event on Labour Migrants' Access to Healthcare in the Gulf States in Dhaka, Bangladesh, organised by Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU), 7 June 2023

শীতল, ছায়াযুক্ত এলাকায় রাখা, উপযুক্ত সময়কালের বিরতি প্রদান নিশ্চিত করা এবং এজন্য আইন পাস করা।

● সকল নিয়োগকর্তাকে কর্মস্থলে পর্যাপ্ত সুপেয় পানি, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে নিয়োগকর্তাদের উপর চাপ প্রদান করা যেতে পারে যে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ একটি স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাজনিত অধিকার।

● প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, যেখানে প্রতিরোধযোগ্য অবস্থাগুলো প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা এবং এড়ানো যায়।

● স্বল্প বেতনের অভিবাসী শ্রমিকদের মধ্যে CKDu বা প্রাথমিক পর্যায়ে কিডনি রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করা।

● পরিদর্শক এবং চিকিৎসা পরীক্ষকদের একটি বিশেষ দল গঠন করা, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে অভিবাসীকর্মীদের সমস্ত মৃত্যুর তদন্ত আন্তর্জাতিক ভাল উদাহরণগুলোর আলোকে প্রত্যয়িত করা হয়েছে।

● অভিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর কারণগুলোর বিষয়ে স্বাধীন তদন্ত পরিচালনা নিশ্চিত করা, যেখানে তাপ এবং আর্দ্রতার ভূমিকা, সেইসাথে অতিরিক্ত কাজ, বায়ু দূষণ, মানসিক চাপ এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির মতো অন্যান্য ঝুঁকিগুলোর ভূমিকা আছে।

● অভিবাসী শ্রমিকদের কিডনি ডায়ালাইসিসসহ অন্য স্বাস্থ্যসেবার খরচ অর্থায়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া এবং শ্রমিকেরা যদি তাদের দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের চিকিৎসার প্রয়োজনে দেশে ফিরে যান সেক্ষেত্রে সহায়তা করা।

উপসাগরীয় অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী যারা স্বল্প-বেতনে কাজ করেন, তাদের তাপ থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে উৎস দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পারে। তাদের করণীয়:

● অভিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর তদন্ত প্রক্রিয়া উন্নত করা, অভিবাসী শ্রমিকদের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করা এবং তাপ থেকে সুরক্ষার জন্য উন্নত আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে উপসাগরীয় দেশগুলোকে আহ্বান করা।

● গন্তব্য, পেশা, বয়স, লিঙ্গ, মৃত্যুর তারিখ এবং মৃত্যুর কারণের ভিত্তিতে অভিবাসী কর্মীদের মৃত্যুর সকল পূর্ববর্তী তথ্য সহজলভ্য করা। এই তথ্য অনলাইনে সহজলভ্য করার ব্যবস্থা করা এবং এমনভাবে উপস্থাপন করা যা জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কার্যকর বিশ্লেষণের সুবিধা পায়। উপসাগরীয় গন্তব্যদেশসমূহে অবস্থান করা নাগরিকদের সংখ্যার সঠিক ও বিশদ তথ্যের সাথে এটি থাকা উচিত।